আমার বাবা মা আর দাদু—— ঠাকুর শ্রীশ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ

—মীরা ধর

আগের পর্বের পর—

শিমূলতলায় আর একদিনের ঘটনা—

একদিন দাদু খেতে বসবেন। আলুসেদ্ধ, বিউলির ডাল, বড়িভাজা দিয়ে ভাত খাবেন, আর নানা সবজি ইত্যাদি সাজানো। দাদু খেতে যাবেন এমন সময় দেখি বিশাল একটা চেলা আসনের নিচে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে দাদুকে আটকাতে গেছি, কিন্তু ঐ কাঞ্চন পিসী, তুলসী পিসী আমায় এই মারে তো ওই মারে, ''তুই দাদুর খাওয়া নষ্ট করেছিস।'' কিন্তু দাদু আমাকে শান্ত করায় আর কোন 'চেলা' দেখা গেল না। এরপর আমরা শিমূলতলা থেকে সবাই চলে এলাম।

এরপর দাদুর ইচ্ছে হল পুরী যাবার। আমার দিদিমা, বাবা মা, আর বৈদ্যবাটীর আম্বলী পরিবারের লোকেরাও সঙ্গে পুরী গেছিল।

দাদু আমার মাকে বলেছিলেন, 'মণিবৌ, আমার ইচ্ছা ছিল ঘরে ছেলে, মেয়ে, নাতি, পুতি সাজিয়ে ঘর করি।'' পুরীতে গীতার বাড়িতে উঠতেন। এইখানে সন্ধ্যার পর পরোটা আর বেগুনভাজা নিয়ে আমি দাদুর ঘরে ঢুকলাম। বললেন উনি, ''খাবারটা রাখ। তুই আমার কাছে আয়, আয় তো আমার পিঠটা একটু পাড়িয়ে দে।'' আমি দাদুর পিঠে উঠে পা দিয়ে ওনার পিঠ পাড়িয়ে দিলাম। ''আঙ্গুল টেনে দে''। আমি তাই করতে গিয়ে ঘামিয়ে গেছি। আমায় বললেন, ''আমায় খাইয়ে দে। আর তুই খা''। এবার উনি আমায় বললেন, ''তুই যে আমার পিঠ পাড়ালি, তুই কি চাস?'' আমি বলেছি, ''আমি পৃথিবী চাই।'' এবারে উনি আমায় বললেন, ''আমায় খাইয়ে দে। আর তুই খা''। এবার উনি আমায় বললেন কতকগুলো বর্ণ (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণবর্ণ) উচ্চারণ করালেন এবং বললেন যখন পড়তে বসবি এটা করবি। পড়ার সময় এটা কর ধরে জপ করবি''। ভোরবেলা উনি চারটের সময় উঠতেন। ভোরবেলায় পাশের বাড়ির ছাদে বসতেন। আমাকেও ওখানে ডেকে নিতেন। এবার বললেন, ''কর গুনেছিলি?'' আমি বললাম, ''না পড়তে তো বসিনি। তাই করিনি''। উনি বললেন, ''এখন কর''।

আমার ভাইবোনদের উনি খুব ভালোবাসতেন, আমার ভাই টোটনকে, বাকি বোনদের বেবী, কুমু ও রিঙ্কু সবাইকে ভালোবাসতেন। দাদু টোটনকে ''গুণ্ডা'' নামে ডাকতেন।

দিদা (ঠাকুর শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী) আমার ছোট জামা পরা একদম পছন্দ করতেন না।

এখানে ভবানীপুরের বাড়িতে সবাই আসত এবং এই বাড়িতে দাদু ধ্যানস্থ হতেন এবং দাদু বসে সিগারেট খেতেন, ধোঁয়া ছাড়তেন রিং-এর আকারে। সেই রিং চলে যেত সরাসরি স্বামী বিবেকানন্দের ফটোর মুখে। দাদু ধ্যানস্থ থাকলে মাটির উপর থেকে এক ফুট সমান উঠে যেতেন। আমি দেখেছি।

দাদু এক বেলার কাপড় অন্য বেলায় পরতেন না।

আমার বিয়ের কথা উঠলে, দাদু বারণ করেছিলেন, দাদুকে আমাদের বাড়ি নিয়ে গেছিলেন কল্যাণ কাকু। আমায় বিয়ে দিতে বারণ কথায় দাদু বলেছিলেন আমার বৈধব্য যোগ আছে। কিন্তু আমার বিয়ে সেই বছর পুরী থেকে আসার পর হয়।

সেই দিন দাদু আমার বাড়িতে এসেছেন। মা'র কাছে মিষ্টি ছিল না। মা চিনি খেতে দিলেন দাদুকে। উনি চিনি খেয়ে সবাইকে প্রসাদ দিতে বললেন। আমার মা কেঁদে ফেলেছিলেন। দাদু বলেছিলেন, ''কাঁদবে না''।

এরপর আমার স্বামীর সাথে এসেছিলাম। দাদু আমায় দেখে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। যেবার আমি প্রথমবার গর্ভবতী হলাম, আমার বাবা গুরুবাড়িতে খবর দেয়নি। বিকালবেলায় আমার মা, বাবাকে পাঠিয়েছিলেন যে যাও মীরা কষ্ট পাচ্ছে। দাদুর কাছে গেলে, দাদু আমার বাবাকে একটা গাঁদা ফুল দিয়ে বলেন আমার মাথায় দিতে। তারপর বাচ্চা হলো কিন্তু সে দুদিন পর চলে গেলো।

একদিন দিদা অসুস্থ হন। ঘরে শুয়েছিলেন এবং রান্নাবান্না কিছুই হয়নি। অথচ একজন মহিলা এসে রান্না করে রেখে গেল. দাদু তখন দিদাকে ইঙ্গিতে বলেছিলেন যে, ''তুমি বোঝোনি? স্বয়ং মা এসে রান্না করে দিয়ে গেছেন''।

আমার বিয়ের পর দাদু চলে গেলেন। কিন্তু আমাদের বাড়ির সবাই এখানে আসা যাওয়া করতে লাগলেন। এই পুণ্যস্থান পীঠ হয়ে গেলো এবং পুণ্যক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলো।